দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

অবহেলিত ডিগ্রী কোর্স!

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশে অবহেলিত শিক্ষার স্তর হিসাবে ডিগ্রী কোর্স মেধাবী বা মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদেরও আকৃষ্ট করতে পারছে না। বিএ বা বিএসসি সেকেন্ড ক্লাস পাবার চেয়ে অনার্সে অধিকাংশ বিষয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাওয়া এখন সহজ। তা ছাড়া ডিগ্রী পাস করতে যত বেশি পড়াশোনা করতে হয় অনার্স পাস করতে তার চেয়ে কম পড়লেই চলে। আবার চাকরির বাজারে আজকাল ডিগ্রীকে খুবই গুরুত্বহীনভাবে দেখা হচ্ছে এবং ডিগ্রী পাসের পর সরাসরি চাকরির বাজারে প্রবেশের সুযোগ একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারণে ডিগ্রী পরীক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন, শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছে অনার্সের দিকে

ডিগ্রীস্তরে ভাল পড়াশোনার জন্য সুনাম ছিল এমন অনেক কলেজ এখন অনার্স ও মাস্টার্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি রাজধানীতে ঢাকা কমার্স কলেজ ডিগ্রী কোর্স গুটিয়ে ফেলেছে। আরও কিছু কলেজ ডিগ্রী গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করছে।

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

অবহেলিত ডিগ্রী (প্রথম পাতার পর)

কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে এখন ডিগ্রীতে কেউ ভর্তি হতে চায় না, সবার ঝোঁক অনার্সের দিকে। গত এক দশক আগে দেশে যেখানে ডিগ্রী পরীক্ষার্থী পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে যেত সেখানে এখন এই সংখ্যা দুই লাখের নিচে নেমে এসেছে। ডিগ্রী লেভেলে মেধাবী এমনকি মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় এই কোর্স নিম্নমানের বা অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের শেষ ভরসাস্থল হয়ে পড়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আব্দুল হামিদ এ কথা স্বীকার করে বলেন, ডিগ্রীর গুরুত্ব কমেছে এবং চাকরির বাজারে সাধারণ গ্র্যাজুয়েটরা উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ডিগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এই কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করা হয়েছে। নকল ঠেকিয়ে পরীক্ষার্থীদের পড়ার টেবিলে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন শিক্ষকদের আন্তরিকতা দরকার। একটি উদাহরণ দিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, দেশের অধিকাংশ কলেজে সকাল দশটা থেকে দুপুর একটার পর ছাত্র বা শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদিকে গত বুধবার প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, ডিগ্রী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী কমছে, ডিগ্রী লেভেলে ছাত্র কমছে। গত তিন বছর ধরে ইংরেজীতে কমন গ্রেস দিয়েও ফল বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না। কেন? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে অনার্স পড়ার দিকে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ঝোঁক তৈরি হয়েছে। কারণ অনার্স পাস করলে আর কিছু না হোক কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া যায়। এই ধারণাই বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকে অনার্স পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য মেধাবী বা মধ্যম মানের একটি সামান্য অংশ যাদের আর্থিক সঙ্গতি কম, তারা ডিগ্রী লেভেলে ভর্তি হয়। আর যারা অনার্সে ভর্তির সুযোগ না পায় তারা ভর্তি হয় ডিগ্রী লেভেলে। এসব কারণে ডিগ্রী হয়ে পড়েছে গুরুত্বহীন একটি শিক্ষার স্তর।